১. **কর্মসূচির নাম : বাংলাদেশের নৃভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা**

২. **বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা :** আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট

৩. **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ :** শিক্ষা মন্ত্রণালয়

৪. **কর্মসূচির বাস্তবায়ন কাল :** ২০১৩-২০১৪ এবং ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছর

বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা বাংলা এবং এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাষা বাংলা। কিন্তু বাংলাদেশে বাংলা ভাষিক সম্প্রদায় ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বাস করে এবং তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে। উলে- খযোগ্য যে, এসব ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও তাদের ভাষাসমূহের প্রকৃত সংখ্যা ও বাস্তব অবস্থা এখনো নির্ণয় করা হয়নি। জর্জ আব্রাহাম গ্রিয়ার্সন *Linguistic Survey of India* (১৯০৩-১৯২৮)-এর মাধ্যমে এক ধরনের ভাষাজরিপ করেছিলেন। এ কাজের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু এতকালের ব্যবধানে তা বাস্তবভিত্তিক বলে মানা যায় না। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা এবং কিছু নিবেদিত ব্যক্তি নিজেদের উদ্যোগে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলির পরিচিতি ও তাদের ভাষিক পরিস্থিতি তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এসব কাজ বিষয়-অভিজ্ঞ গবেষকদের দ্বারা সম্পন্ন না হওয়ায় এগুলিকে বিশ্বস্তভাবে গ্রহণ করতে গবেষকদের দ্বিধা রয়েছে। তাছাড়া ভাষাজরিপ ও ভাষা-সংরক্ষণ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কিত মানব মনীষা এ কালে অধিকতর সমৃদ্ধ এবং তা আধুনিক বিজ্ঞানবোধ ও প্রযুক্তিজ্ঞান-সংবলিত হওয়ায় এ জাতীয় সকল গবেষণা সেভাবে, ব্যক্তি-আশ্রয়ী না হয়ে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ-নির্ভর হওয়াই সংগত।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশ ও বিশ্বের বিপন্ন ও অবিকশিত ভাষাগুলির সংরক্ষণ ও বিকাশের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা। **বাংলাদেশের নৃভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা** কর্মসূচি ইনস্টিটিউটের কার্যপ্রণালীর সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে সংগতিপূর্ণ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান সরকারের শিক্ষানীতিতে (২০১০) সকল শিশুকে মাতৃভাষার মাধ্যমে অন্তত প্রাথমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষাদানের অঙ্গীকার রয়েছে। প্রস্তাবিত কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে এ দেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শুধু অবস্থান নয়, তাদের ভাষা-পরিস্থিতি (Language Situation) ইত্যাদি যথার্থভাবে নির্ণয় ও চিহ্নিত করা যাবে এবং এ সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে শিশুদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের জন্য প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচনার কাজ সহজ হবে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক *বাংলাদেশের নৃভাষা-বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা* সম্পাদনের নির্দেশনা ইনস্টিটিউটের পরিচালনা বোর্ডের প্রথম সভায় (০৫/০১/২০১২) প্রদান করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ১০/১১/২০১২ ও ১১/১২/২০১২ তারিখের সভায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানী ও ভাষাবিজ্ঞানীদের উপস্থিতিতে এ সমীক্ষা পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা এবং কীভাবে তা করা যায় সে-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপস্থিত সকলেই এ সমীক্ষা সম্ভব দ্রুততম সময়ে সম্পন্ন করার পরামর্শ দান করেন।

'বাংলাদেশের নৃভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা' কর্মসূচি ২০১৩-২০১৪ ও ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের জন্য ৩৮৯.৪৩ লক্ষ টাকা অনুমোদিত বাজেটে ২১ এপ্রিল ২০১৪ তারিখ প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ করে এবং ১ জুন ২০১৪ থেকে বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু ৩০ জুন ২০১৫ তারিখের মধ্যে যাবতীয় কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় জুলাই ২০১৫-জুন ২০১৬ পর্যন্ত আরও একবছরের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় ।

৩০ নভেম্বর ২০১৫ তারিখের মধ্যে কর্মসূচির মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহের কাজ শেষ হয়ে সমীক্ষার তথ্য বিশ্লেষণ ও পাণ্ডুলিপি লিখনের কাজ অব্যাহত থাকে। কর্মসূচির পরিকল্পনা অনুযায়ী ১০ খণ্ড বাংলা ও ১০ খণ্ড ইংরেজি প্রতিবেদন মুদ্রণ ও প্রকাশ করার কথা। সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে ভাষা অংশের ১ম ও ২য় খণ্ড পাণ্ডুলিপি মুদ্রণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ভাষা অংশের এক খণ্ড ও নৃবিজ্ঞান অংশের দুই খণ্ড পাণ্ডুলিপি পর্যালোচনার কাজ চলছে। ৩০ জুন ২০১৬ তারিখের মধ্যে কর্মসূচির কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি আরও ৬ (ছয়) মাসের জন্য (৩১ ডিসেম্বর ২০১৬) কর্মসূচির মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব করেছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে **'বাংলাদেশের নৃভাষাবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা' (সংশোধিত)** রাজস্ব বাজেটের আওতায় বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্মসূচির প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সময়ের মধ্যে ৮ খণ্ড বাংলা এবং (বাংলা খণ্ডগুলো সম্পাদনা পরিষদ কর্তৃক চূড়ান্তভাবে সম্পাদিত হবার পর ১০ খণ্ড ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে) ১০ খণ্ড ইংরেজিতে মুদ্রণ ও প্রকাশ করতে হবে।